দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... DEC. 12 1999
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

লাইব্রেরীতে তথ্য প্রযু

বর্তমানে বাংলাদেশের ১০টি লাইব্রেরীর মধ্যে ইন্টারনেট চালু হয়েছে। খুবই সুখের কথা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশে এই প্রথম সরকারীভাবে গত ৯ নবেম্বর '৯৯ বাংলাদেশ জাতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ কেন্দ্র (ব্যান্সডক)-এ "সাইবার সেন্টার" উদ্বোধন করা হয়েছে।

আমরা তথ্য বিস্ফোরণের যুগে এসে উপনীত হয়েছি, কিভাবে এলাম সনাতন পদ্ধতিতে তথ্য সাধারণত বইপত্র, সাময়িকী ও এ জাতীয় দলিলপত্রের মাধ্যমে পাওয়া যেত। এগুলোর সঙ্গে এখন আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন উপকরণ, যথা—শিল্প, টেপ, ডিস্ক, কম্পিউটার ফাইল, ডাটাবেস, সিডি-রম, ইন্টারনেট, ই-মেইল ইত্যাদি মাধ্যমে অগণিত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এ সমস্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, বিতরণ ইত্যাদির কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে সম্পাদন করা গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের অন্যতম নীতি হলো দরকারী তথ্য ন্যূনতম সময়ে সঠিক ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছানো। এই উদ্দেশ্যে অতি সহজে, অতি দ্রুত ও কম খরচে তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রের যান্ত্রিকীকরণ (Automation) একান্ত প্রয়োজন। কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের মাধ্যমে এই যান্ত্রিকীকরণ সম্ভব।

গ্রন্থাগারে কম্পিউটার

পুরনো পদ্ধতিতে যে সব কর্মকাণ্ড গ্রন্থাগারে করা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি কর্মকাণ্ড কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্ভব। যেমন—সিডি রম, ই-মেইল, অটোমেটিক এসডিআই, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ। শুধু কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি নয়, কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রতিটি কর্মকাণ্ড নির্ভুলভাবে ও অধিকতর দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা যায়। কাজের গতিও হয় দ্রুততর। প্রযুক্তিগত প্রসারের ফলে আন্তর্জাতিক মানের অনেক জার্নাল এখন সিডি-রমে পাওয়া যাচ্ছে। অনেকে একই সঙ্গে ওয়েব পেজেও জার্নাল দিয়ে রেখেছেন। তাই একটি গ্রন্থাগার থেকে রেফারেন্স সেবা পেতে হলে অবশ্যই কম্পিউটার ও ইন্টারনেট প্রয়োজন। একটি মাত্র গ্রন্থাগারে বিশেষ রিসোর্স থাকলে সে সম্পর্কে ইন্টারনেট মারফত নিজস্ব গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বময় তথ্য ছড়িয়ে দেয়া যেতে পারে।

যান্ত্রিকীকরণের জন্য যা দরকার

সব ধরনের গ্রন্থাগারে সংগ্রহ, তালিকাভুক্তিকরণ, ক্যাটালগিং, বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। গ্রন্থাগারের প্রকারভেদে যে কোন একটি কার্যক্রমকে যান্ত্রিকীকরণে প্রাধান্য দেয়া হয়। তবে মূল উদ্দেশ্য হলো ক্যাটালগিং কার্যক্রমকে যান্ত্রিকীকরণ করা। যান্ত্রিকীকরণের উপাদান চারটি নিম্নরূপ ঃ

- ব্যবহারকারী
- তথ্য
- হার্ডওয়্যার
- সফটওয়্যার

উন্নত বিশ্বের গ্রন্থাগার

বিগত তিন দশক ধরে উন্নত বিশ্বে গ্রন্থাগার যান্ত্রিকীকরণ চলছে। ইনফরমেশন টেকনোলজির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে বিগত তেরো-চৌদ্দ বছর ধরে। ইতোমধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থাগারে এই টেকনোলজির মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিকীকরণ করার কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। কিছু গ্রন্থাগারে "সাইবার কাফে"ও শুরু হয়েছে।

কম্পিউটারাইজেশন ॥ বাংলাদেশের দৃশ্যপট

বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রতিষ্ঠানসমূহ যান্ত্রিকীকরণে প্রাথমিক পর্যায়ে অবস্থান করছে। এই প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ মাত্র ৫০টির মতো গ্রন্থাগারে যান্ত্রিকীকরণ করা হয়েছে। কিছুসংখ্যক গ্রন্থাগার ও

যুগের হাওয়া

তথ্য কেন্দ্র কম্পিউটার, সিডি-রম, ফ্যাক্স, ই-মেইল ও ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। তথ্য সংরক্ষণ, উদ্ধার ও বিতরণের কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দেশের গ্রন্থাগারগুলো CDS/ISIS, FoxPro, Immagic, dBASE এই সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করছে। মাত্র কয়েকটি নগণ্যসংখ্যক গ্রন্থাগার AGRIS, AGRICOLA, CABI, FAOSTAT, CD-TREE, AGFA, FOREST, SEEDS এ সমস্ত সিডি-রম ডাটাবেস ব্যবহার করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার GLAS সফটওয়্যার ব্যবহার করছে। বাংলাদেশস্থ ব্রিটি কাউন্সিল লাইব্রেরী ব্যবহার করছে BOOK FUND CD। সিরডাপ গ্রন্থাগার চালু রেখে Tropag, Popline ও DEVINSA বর্তমানে বাংলাদেশের ১০টি লাইব্রেরীর মধ্যে ইন্টারনেট চালু হয়েছে। খুবই সুখের কথা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশে এই প্রথম সরকারীভাবে গত ৯ নবেম্বর '৯৯ বাংলাদেশ জাতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ কেন্দ্র (ব্যান্সডক)-এ "সাইবার সেন্টার" উদ্বোধন করা হয়েছে।

গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কম্পিউটার ও আনুসঙ্গিক আধুনিক সরঞ্জামাদির ব্যবহার আমাদের দেশে অপরিহার্য। তথ্যের কোন মূল্যই নেই যদি না তা ঠিক সময়ে ঠিক স্থানে প্রয়োগ করা না যায়। তাই তথ্য উদ্ধার ও বিতরণে রেফারেন্স সেবাদানের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের বিকল্প নেই।

ফাতেমা জোহরা খাতুন